https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mkab.namaz.shikkha

তকবীরে তাহরীমা

আল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

ছানা

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ্! পবিত্রতা তোমারই এবং প্রশংসা তোমারই, পরম মঙ্গলময় তোমার নাম! অতি উচ্চ তোমার মর্যাদা। এবং তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

তা'আব্বুয

আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির্ রাজীম।

অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাসমিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থ: আল্লাহ্র নামে(আরম্ভ করছি), যিনি পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী।

সূরা আল্ ফাতিহা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। আররাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকানাসতাঈন। ইহদিনাসসিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম-গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন [আমীন]।

অর্থ: (১) আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী, (২) সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি জগৎসমূহের প্রভু-প্রতিপালক, (৩) পরম করুণাময় অযাচিত অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী, (৪) বিচার দিবসের মালিক, (৫) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, (৬) তুমি আমাদেরকে সরল সুদৃ ঢ়পথে পরিচালিত করো, (৭) তাদের পথে, যাদেরকে তুমি পুরস্কার দিয়েছ, যারা ক্রোধগ্রস্ত হয়নি, এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।

[প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা বা কুরআন শরীফের কোন অংশ পাঠ করতে হয়। তবে ফরজ নামাযে প্রথম দুই রাকাতের পর কেবল মাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়]

সূরা আল্ ইখলাস

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুলহু আল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ। লাম্ ইয়ালিদ ওয়ালাম্ ইউলাদ। ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুও্ওয়ান আহাদ।

অর্থ: (১) আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী, (২) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়। (৩) আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ সর্ব-নির্ভরস্থল। (৪) তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। (৫) এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরা আল্ ফালাক্

বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম। কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব-মিন শাররি মা খালাক্ব- ওয়া মিন্ শাররি গাসিকিন্ ইযা ওয়াকাব্- ওয়া মিন্ শাররিন্ নাফফাসাতে ফিল উকাদ- ওয়া মিন্ শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ।

অথ: (১) আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় অযাচিত অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী। (২) তুমি বল, আমি আশ্রয় চাই এক সৃ ষ্টিকেবিদীর্ণ করে আরেক সৃ ষ্টিরউন্মেষকারী প্রভুর কাছে। (৩) তিনি যা সৃ ষ্টিকরেছেন, এর অনিষ্ট থেকে, (৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট হতে, যখন সে ঢেকে ফেলে। (৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃ ষ্টিরজন্য) ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট থেকে। (৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সূরা আন্ নাস

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কূলআউযু বিরাব্বিন্নাস মালকিন্নাস ইলাহিন্নাস মিন্ শাররিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাসিললাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদুরিন্নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ (১) আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় অযাচিত- অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী, (২) তুমি বলো, আমি মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাই,(৩) যিনি মানুষের অধিপতি (এর নিকট)। (৪) মানুষের উপাস্য (এর নিকট) (৫) কু-প্ররোচনা সৃ ষ্টিকারীরঅনিষ্ট থেকে, যে কু-প্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে (৬) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, (৭) সে জিন্নের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) অন্তর্ভূক্তই হোক আর সাধারণ মানুষের অন্তর্ভূক্ত হোক ।

রুকূতে যাওয়ার তাকবীর

আল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

রুকূর তাসবীহ্

সুবহানা রাব্বিয়াল □আযীম।

অর্থ: পবিত্র আমার রব্ব্ অতি মহান।

রুকু থেকে সোজা হওয়ার তাকবীর

সামি□আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্।

অর্থ: আল্লাহ্ তাঁর প্রশংসাকারীর কথা শুনেছেন।

ক্বাওমা

(রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থা-এর দোয়া)

রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্ হামদান্ কাসীরান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফীহে।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা তোমারই। (ইহা সেই) প্রশংসা, যা অফুরন্ত ও পবিত্র, যার মধ্যে রয়েছে অশেষ কল্যাণ।

সিজদায় যাওয়া ও উঠার তাকবীর

আল্লাহু আকবার। অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

সিজদার তাসবীহ্

সুবহানা রাব্বিয়াল□আলা।

অর্থ: পবিত্র আমার প্রভু-প্রতিপালক, অতি উচ্চ।

জিলসা (দুই সিজদার মধ্যবর্তী)-এর দোয়া

আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া□আফিনী ওয়াজবুরনী ওয়ারযুকনী ওয়ারফা□নী।

অর্থ: হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করো, এবং আমার প্রতি দয়া করো, আর আমাকে সুপথে পরিচালিত করো, আর আমাকে সুস্থ রাখো আর আমার বিশৃ ঙ্খলঅবস্থা শুধরে দাও এবং আমাকে রিযক দাও ও আমাকে আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নতি দান করো।

[প্রতি রাকাত নামায এই নিয়মে পড়তে হয়] নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে সেজদা থেকে উঠে বসা অবস্থায় নিম্নের দোয়া পাঠ করতে হয়।

তাশাহহুদ

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্সালাতু ওয়াত্তাইয়্যেবাতু আস্সালামু আলায়কা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ আস্সালামু আলায়না ওয়া□আলা □ইবাদিল্লাহিস্সালিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহূ।

অর্থ: সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্যে। হে নবী! আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত (কল্যাণ) বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের ওপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

দুরূদ শরীফ

আল্লাহুম্মা সাল্লি □আলা মুহাম্মাদিঁওয়া □আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লায়তা □আলা ইব্রাহীমা ওয়া□আলা □আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! অনুগ্রহ (আশিস) বর্ষণ করো মুহাম্মদ (সা.) এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ তুমি অনুগ্রহ (আশিস) বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীম (আ.) এবং ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুগামীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসাময়, মহা মর্যাদাবান।

আল্লাহুম্মা বারিক □আলা মুহাম্মাদিঁওয়া □আলা মুহাম্মাদিঁওয়া □আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাকতা □আলা ইবরাহীমা ওয়া □আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! বরকত (কল্যাণ) বর্ষণ করো মুহাম্মদ (সা.) এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ তুমি বরকত (কল্যাণ) বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ.) এবং ইবরাহীম (আ.)-এর অনুগামীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসাময়, মহামর্যাদাবান।

দোয়া মাসুরা

রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতাঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁওয়াকিনা □আযাবান্নার [সূরা বাকারা: ২০২]

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান করো এবঙ আপগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।

রাব্বিজ □আলনী মুকীমাসসলাতি ওয়া মিন যুররিয়াতি রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দোয়া রাব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল মু□মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসাব্ [সূরা ইব্রাহীম: ৪০ ও ৪১]

অর্থ: হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার সন্তানগণকে নামায কায়েমকারী করো। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! হিসাব কায়েম করার দিনে আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সকল মু□মিনকে ক্ষমা করো।

আলাইকুম

সালাম

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

অর্থ: আপনাদের ওপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

[উভয় দিকে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামায শেষ হয়]

দোয়া কুনুত

আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তা'ঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা ওয়ানুসনী 'আলায়কাল খায়রা ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লা নাকফুরুকা ওয়া নাখলা'উ ওয়া নাতরুকু মাইয়্যাফজুরুক, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানা'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলায়কা নাস্'আ, ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না 'আযাবাকা বিল কুফফারি মুলহিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি আর আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবঙ আমরা তোমার ওপরে ভরসা করি আর আমরা উত্তমভাবে তোমার গুণগান করি এবং আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ও আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না আর যে তোমার অবাধ্যতা করে আমরা তাকে দূরে সরিয়ে দিই ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ি আর তোমারই উদ্দেশ্যে সেজদা করি ও তোমারই দিকে আমরা দৌড়াই এবং আমরা তোমার কাছে দাঁড়াই আর তোমারই করুণার আকাঙ্ক্ষা করি ও তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি অস্বীকারকারীদের ওপরে আপতিত হয়।

[বেতের নামাযে ৩য় রাকাতে রুকু থেকে সোজা হয়ে এই দোয়া পড়তে হয়]

জুমু'আর খুতবা (বক্তৃতা)

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহূ ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহূ। আম্মা বা'দু ফাআ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত পুরুষ। এরপর আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।

জুমু'আর দ্বিতীয় খুতবা

আলহামদু লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়ানাস্তা'ঈনুহূ ওয়া নাস্তাগফিরহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলায়হি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়ামিন্ সাইয়্যেআতি 'আমালিনা, মাইয়্যাহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লাল্লাহূ ওয়া মাইয়্যুযলিলহূ ফালা হাদিয়ালাহূ। ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহূ ওয়ানাশহাদূ আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ 'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল্ 'আদলি ওয়াল ইহসানে ওয়া ঈতায়িযিল কুরবা ওয়া

ইয়ানহা 'আনিল ফাহশায়ি ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগয়ি ইয়া'য়িযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন-উযকুরূল্লাহা ইয়াযকুরুকুম ওয়াদ'উহূ ইয়াসতাজিব লাকুম ওয়ালাযিকরুল্লাহি আকবার।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমরা তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করি এবং আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং আমরা তাঁরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং আমরা তাঁরই প্রতি ঈমান আনি এবং তাঁর ওপরেই ভরসা রাখি, আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের নফস বা প্রবৃ ত্তিরপ্ররোচনা হতে এবঙ আমাদের নিজেদের কাজের কুফল হতে, আল্লাহ যাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন, অত:পর তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন, অত:পর তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না।

এবং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবঙ আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তার বান্দা ও রসূল, আল্লাহর বান্দাগণ! আপনাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ দেন ন্যায়বিচার এবং অনুগ্রহ করার জন্যে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্যে এবং আল্লাহ্ নিষেধ করেন অশ্লীল কথা বলতে অসংগত কাজ ও বিদ্রোহ করতে, এ সমস্ত তোমাদেরকে এজন্যে বলা হচ্ছে, যেন তোমরা উপদেশ প্রাপ্ত হও, আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্মরণ করবেন, তার কাছে প্রার্থনা করো, তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর যিকরই (স্মরণই) সর্বপেক্ষা উত্তম।

জানাযার নামাযের দোয়া

আল্লাহুমমাগফিরলি হায়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহইয়ায়তাহূ মিন্না ফাতাওয়াফফাহু □আলাল ঈমানি আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহূ ওয়ালা তাফতিন্না বা□দাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যকার জীবিত, মৃ ত উপস্থিত, অনুপস্থিত ছোট, বড়, পুরুষ, মহিলা সকলকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রেখেছো, তাকে তুমি ইসলামের ওপরেই জীবিত রাখো এবং আমাদের মাঝে তুমি যাকে মৃ ত্যুদান করো তুমি তাকে ঈমানের সাথেই মৃ ত্যুদান করো। হে আল্লাহ! তার (মৃ তব্যক্তির) ভাল কাজ হতে আমাদেরকে বঞ্চিত রেখো না এবঙ তার পরে আমাদেরকে কলহ-ফাসাদের মাঝে নিক্ষেপ করো না। [মহিলা হলে (আজরাহু) এবঙ (বা□দাহু)-এর স্থলে যথাক্রমে (আজরাহা) এবং (বা□দাহা) পড়তে হবে।

বি.দ্র. বিস্তারিত জানার জন্য ইসলামী ইবাদত বা সালাত বই দেখুন।